— ॐ —

~~প্রভু জগদ্বন্ধু রচিত 'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী' গ্রন্থ মূলতঃ পরবর্তী "শ্রীহরিকথা" গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ।~~

ॐ

## শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী

প্রভু জগদ্বন্ধু রচিত 'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী' গ্রন্থ মূলতঃ পরবর্তী 'শ্রীহরিকথা' গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৈষ্ণব পদাবলী দুইভাবে আস্বাদন করিবার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে — একটি নামকীর্ত্তন, অপরটি পালাকীর্ত্তন। 'সংকীর্ত্তন পদামৃতের' গানগুলিকে নাম সংকীর্ত্তন পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া আস্বাদন করা হইয়াছে। কিন্তু সংকীর্ত্তন পদাবলীতে পদকর্ত্তা কয়েকটি পালা গান যোজনা করিয়াছেন। বিষয় সূচিতে আবাহন, গৌর গোষ্ঠ দুইবার, গোষ্ঠ, শ্রীগৌররূপানুরাগ, শ্রীগৌররূপ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণরূপানুরাগ, শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন, সুবল মিলন, — আহি 'গৌরচন্দ্র', অভিসার দুইবার, মানভঞ্জন, রাস, পদাংক দর্শনে বিরহ, বিরহ পাঁচবার, দশম দশা সূচক পদ, মূর্চ্ছাভঙ্গ তিনবার, প্রভাস যজ্ঞ তিনবার, চৈতন্য প্রচারণ দুইবার, প্রার্থনা শীর্ষক পদ পাঁচবার আর প্রাপ্তি ~~[illegible]~~ একবার সংযোজিত হইয়াছে।

১৩০৮ সনে পদকর্ত্তা জগদ্বন্ধুর রচিত সংকীর্ত্তন গুলিকে 'সংকীর্ত্তনাবলী' নামকরণ করিয়া মুদ্রিত করা হয়। প্রভু জগদ্বন্ধু তখনও মৌনাবলম্বন করেন নাই। সুতরাং পদগুলির লীলানুযায়ী সংযোজন যদিও ভক্তমনরাই করিয়াছিলেন, কিন্তু পদকর্ত্তা তাহা অনুমোদন করেন। পরে নূতনভাবে সজ্জিত করিয়া ৫৯ নং মাণিকতলা মেইন রোড হইতে পূর্বোক্ত 'সংকীর্ত্তন পদামৃতের' ন্যায় 'সংকীর্ত্তন পদাবলীও' মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীর ' ~~[illegible]~~ শ্রীগৌররূপানুরাগ শ্রীহরিকথা গ্রন্থের 'গৌরাঙ্গের পদগুলির সহিত মিলাইলে দেখা যাইবে যে তাহা একই কাব্য সংগীত। শুধুমাত্র পূর্বোক্ত গ্রন্থে সাতটি স্তবক রহিয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থে ৮, ৯, ১০ নং স্তবক সংখ্যা অধিক রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলী গ্রন্থের 'সুবল মিলন — আহি ' গৌরচন্দ্র' শীর্ষক পদগুলির সহিত শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থের সুবলমিলনের ভাষাগত ঐক্য রহিয়াছে শুধু কয়েকটি সংগীতের সহিত সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে এবং সংখ্যাও অনেক বেশী।

দুই গ্রন্থের 'অভিসার' শীর্ষক পদগুলি প্রায় এক, প্রথমোক্ত 'শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীতে' শ্রীশ্রীহরিকথা হইতে আরও কয়েকটি পদের সংখ্যা বেশী।

দুই গ্রন্থের "দশম দশার" কয়েকটি পদের হুবহু মিল রহিয়াছে। আবার 'চৈতন্য প্রচারণ' শীর্ষক কয়েকটি কবিতার সহিত শেষোক্ত গ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিকথার মিল রহিয়াছে। এইরূপ 'প্রার্থনার' কয়েকটি পদের সহিত উভয় গ্রন্থের আবার কিছু মিল রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ' শ্রীশ্রীহরিকথা গ্রন্থে' অনেক অধিক বিষয়ের গভীর রসানুভূতিসূচক পদ রহিয়াছে — যাহা শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীতে নাই। উক্ত গ্রন্থের প্রথম পর্য্যায়ের ' আবাহন' শীর্ষক সংগীত গুলিকে পূর্ব — আলোচিত 'গৌরচন্দ্রিকার' সহিত এক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভক্তের করুণ আকুতি ' আবাহন গীতির 'পদগুলির ভিতরে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। কীর্ত্তন গান গাহিতে হইলেই 'গৌরচন্দ্রিকা' গাহিবার নীতি — একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং তদনুসারেই 'শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীর' প্রথম সংগীতটি রচিত হইয়াছে। —

শ্রীসংকীর্ত্তন পদাবলীর' মধ্যে ' রাস' শীর্ষক পদগুলির ভিতর বিশেষ অভিনবত্ব স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। পদকর্ত্তা শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী 'রাসের' সব পদগুলিকে বর্ণনা করেন নাই। প্রথম প্রস্তাবনাতেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রথম স্তবকেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ কথা ভাগবতে দেখা যায় না। রাস পঞ্চাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ ভাগবতের ৩৩ অধ্যায়ে নৃত্যের কথা লিখিত আছে। সুতরাং পদকর্ত্তা রাস পঞ্চাধ্যায়ের লীলাক্রম তাঁহার

পদগুলিতে সর্ব্বথা গ্রহণ করেন নাই। তবে 'রাস' কথাটির প্রকৃত অর্থ এই পদগুলির ভিতরে সত্য সত্যই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন 'অথ ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিবরুণাদীনাং দর্পং সময়িত্বা কন্দর্পস্য দর্পং শময়িতুং যুগপদনেকরমণী কদম্ব সম্বলিতং রসং রাসাখ্যং লাস্যমাবিষ্কুর্ব্বন্ ভগবানেকদা সুযোগবৈভবং প্রাদুষ্কার তত্র রাসস্য লক্ষণং যথা —

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি ॥ ১।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ব্রহ্মার, ইন্দ্রের, অগ্নির দর্প চূর্ণ করিয়া কন্দর্পের দর্পকে খণ্ডন করিবার নিমিত্ত অগণিত ব্রজরমণীদের লইয়া রাসনৃত্য করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাতে নিজের শক্তি বৈভব প্রকাশ করিলেন।

মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে যদি কোনও নট নৃত্য করে তাহা হইলে সেই নৃত্যকে 'হল্লীশক নৃত্য' কহে। সেই হল্লীশক নৃত্য যদি বিবিধ তালবন্ধ এবং বিবিধ গতিভ্রমমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে 'রাসনৃত্য' বলা হয়। এই রাসনৃত্য স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, পৃথিবীস্থ কোনও ব্যক্তির কথা ত বহুদূরে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উপরিউক্ত নৃত্য বিশেষের নাম রাস। পদকর্ত্তা 'রাস' শব্দের বিশেষ অর্থ অবলম্বন করিয়াই পদ রচনা করিয়াছেন মনে হয়। জ্ঞানদাস প্রথম স্তবকেই নৃত্যের বর্ণনা করিতেছেন, —

নাচিছে নাগর সনে সকল গোপিনী।
তারা সবে যে নাচে গো শ্যাম নটবর সনে
নবীন নাগর সনে তারা নাচিছে প্রফুল্ল মনে
রুণু ঝুনু বাজে ঘন নূপুর কিঙ্কিণী। ২।

---

১। বৃহৎক্রম সন্দর্ভ টীকা
২। রাস ১ নং স্তবক

পদকর্ত্তা সে বাদ্য শুনিতে পাইয়াছেন — তাই আনন্দে অধীর হইয়া প্রাণ ভরিয়া আখর দিতেছেন —

ঘন ঘন যে বাজে রে  হেম নূপুর কিঙ্কিনী
গগণে উঠিছে ধ্বনি ।  ১। +

এই নৃত্যটির শোভা বর্ণনা করিতে যাইয়া পদকর্ত্তা বর্ণনা করিতেছেন —

নীলনভে হাসে শশী তারকা বেষ্টিত ।
শশী নভে যে হাসে রে  তারকা বেষ্টিত হয়ে
তারাগণের মাঝে রয়ে
তেমনি শোভেন শ্যাম সঙ্গিনী সহিত ।।  ২।

নৃত্যের সহিত সঙ্গত চলিয়াছে বাদ্যের  পদকর্ত্তা বন্ধু স্বয়ং সে বাদ্য শুনিয়া জগতের জীবকে তাঁহার বিবরণী দিতেছেন —

'বাজে বাঁশী সপ্ত স্বরা মুরজ মৃদঙ্গে',
আর তাহার সহিত মিশিয়াছে ' মন্দিরা, তাম্বুরা বীণা অভিনব রঙ্গে ।৩।

শ্রীমদ্ভাগবতে কোন গোপীকার নামোল্লেখ নাই , পদকর্ত্তা কিন্তু সকলের নামই জানেন , বিশেষ করিয়া , —

ললিতা বিশাখা চিত্রা নবঙ্গ মঞ্জরী
ভুঙ্গবিদ্য, ইন্দুরেখা সুদেবী সুন্দরী ।  ৪।

তাঁহারা সব রাসরসমত্তা হইয়া নাচিতে লাগিলেন ,রসরাজ তখন গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন — আর সেই সঙ্গে মধুর সংগীতের তান ধরিলেন —

---

+ দ্রষ্টব্য — শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য ঃ — থো দিক দাং দাং কিট কিট কথেং থোকুকু থোদিকু আরে,ঝেং দ্রাং ঝেং দ্রাং কিটি কিটি কিটিধাং ঝেঙ্কু ঝেং ঝেঙ্কু ঝেং । ধাং থোদিকদাং দাং দাং দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমিদাং কাঙ্কুঝেং কাঙ্কুঝেং দ্রা। মাগত্যেবং নটতি স হরিশ্চারু পাট প্রবন্ধং । শ্রীরাধার নৃত্য ঃ —ক্কণৎকাঞ্চী কটককবিরণনুপুরধ্বণি রম্যং পাণিদ্বন্দ্বং মুহুরিহ নদ্যং কঙ্কণং চালয়ন্তী । রাধাকৃষ্ণ দ্যুতি ঘনচয়ে চঞ্চলেব স্ফুরন্তী নৃত্যন্তীত্থং গদতি থৈ থৈ থৈ থৈ থৈ তথৈ থা।।

---

১। রাস ১নং স্তবক  ২। রাস , ২নং স্তবক
৩। রাস , ৩নং স্তবক  ৪। রাস , ৪নং স্তবক ।

আর "কোকিল পঞ্চম তানে রাগাধ অনঙ্গে", আবার —

কেহ হেসে হেসে রসের আবেশে
শ্যাম অঙ্গে ঢলে পড়ে,
নাগর রসিয়া সুখেতে ভাসিয়া,
আকরে দু করে ধরে ।। ১।

এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে সকলে অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে "রাসশ্রমে ঢলে ঢলে বঁধু সনে", হস্ত রাখিয়া যমুনার নীল জলে অবগাহন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অবগাহন করিতে যাইয়া আবার সেখানে জল কেলি আরম্ভ হইল। 'খেলে সব সহচরী ঘন ছিটাইছে বারি' কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। শ্যাম নটবর ধনীকে বক্ষে লইয়া দূরে যমুনার জলে সাঁতার কাটিয়া চলিয়া যান, আবার পুনরায় আসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হন। এমনি করিয়া 'রসিক বিনোদ রায়' কত যে রঙ্গ করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষ পর্যন্ত পদকর্তা কাতর প্রার্থনা করিতেছেন

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ দয়া কর দাসে হে।
দেহ গোপীদেহ মুই থাকি রাধা পাশে হে ।।
গোপীদেহ দাও ঠাকুর বৈষ্ণবগণ
কর কৃপা বিতরণ করি শক্তি সঞ্চারণ
দেহ দাসে শ্রীচরণ। ২।

---

ধাং ধাং ছক ছক্ চট চট নিঙাং গং নিঙাং গং নিঙাং নাং ভুক্ ভুং ভুং গুড় গুড় গুড়ধাং দ্রাং গুড়দ্রাং। ধেক ধেক ধো ধো কিরিটি কিরিটি দ্রাং দ্রিমিদ্রাং দ্রিমিদ্রোং মাগতৈবং মুহুরিহ মুদা শ্রীমদীশা ননর্ত ।।

কৃষ্ণ রাধার নৃত্য দর্শন করিয়া সখীরাও নৃত্য করিতে লাগিলেন যথা —

ললিতার নৃত্য — ঝং ঝং ঝুং কাঙ্ক বলয়ে ধনুতি পাণিপদ্মে অথ মধ্যাৎ সপদি ললিতাহপ্যাগতা কৃষ্ণকান্ত্যা। শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতিস্ম বদন্তঃ থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো তথৈ থো ত থৈতা —

শ্রীশ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্ রাস

এইরূপে বিশাখা প্রভৃতি সমস্ত সখীই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

১। রাস ৭নং স্তবক 	২। রাস ১১নং স্তবক।